

জ্ঞান-সঙ্গীত।

(প্রথম খণ্ড)

আচ্ছালামু আলায়েকুম।

মহম্মদ নুরেল ইসলাম কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩২ বাং।

মূল্য ।০ চারি আনা।



SINHA PRESS,
COMILLA.

আল্লাহু আকবর।



জ্ঞান-সঙ্গীত।

(১)

লায়লাহা এল্লালা ফুকার নাম সবে রে।
মোকাম মঞ্জেলে দেল রহিবে তোমার রে॥
মালেকুল কুদ্দুছ তিনি জলিল জাব্বার রে।
হাকেমুল হাকেম তিনি রেজেকুল রাজ্জাক রে
ছামিউন বাছির তিনি খালেকুল মালেক রে।
সাহেন সাহা কাদের তিনি গফুর ছাত্তার রে॥
সাফিউল গনিউল তিনি আলেমুল কাহার রে।
অদুদ মাবুদ তিনি হামিদুল মজিদ রে॥
করিমুল করম তিনি রহিমুর রহমান রে।
মজিদুল মজিদ তিনি আলেমুল বারেক রে॥
আজিজুল আজেছ তিনি বসিরুল আমিন রে।
বারিউল ছাদেক তিনি খাবিরুল খালেক রে॥

(২) তারেফে রছুল।

মহাম্মদ মোস্তাফা নবি, আখেরেরি ভেলা।
সেই নাম লইতে মন, কেন কর হেলা॥
যাঁর নামে জগত আলো, আঁখি আলো নুরে।
আঠার হাজার আলম, যাঁর নামে ঘুরে॥
তারি নামের নাম ধরে,—যাইব সে ভব পাড়ে।
সেই নামে আখেরাতে, সুরু হবে মেলা॥
যাঁর তরি বিনে পাড়, হইতে না পাড়ে।
জিতিবে যাহার তরী, অতি খরতরে॥
পুণ্যের পবিত্র ছবি,—এছলাম ধর্ম্মের রবি।
কঠিন পরীক্ষা কালে, যাঁর নামে আলা।
উম্মতি উম্মতি বলে, ফুকারিবে ঘুরে।
সুপারিশ করিবে যেবা, হাসরের পাড়।
জলন্ত আকার ভূমি,—কান্দিয়ে লুটাবে তুমি।
আখের উদ্ধারিবে সেই, নবি ছাল্লে আলা॥

---

(৩) সুর—ভাটিয়াল।

লাইলাহা এল্লালাহ মহাম্মদ রছুল।
দুই চোখ মুদিয়া গেলে যাবে নদীর কুল। (অ)
আবদুলকাদের জেলানি আল্লাহু
সাথি হবে ঝাড়ের বাঁশ রহিবে একেলা।

হাজার সাল পরে রবে মাটির বাঙ্গালা। (অ)
আবদুলকাদের জেলানি আল্লাহু।
চারি জনের কান্দে চড়ে শ্বশুর বাড়ী যাও।
নূতন কাপড় পড়ে তুমি খুসবু লাগাও। (অ)
আবদুলকাদের জেলানি আল্লাহু।
বর লইয়ে যাত্রি সহ হওরে আগুয়ান।
শ্বশুরের নিরালা বাড়ী নাম গোরস্থান। (অ)
আবদুলকাদের জেলানী আল্লাহু
মাটির চৌয়ারী ঘর নিরালা মোকাম।
আখের হাসর তকঃ ঘর হইল নির্ম্মাণ। (অ)
আবদুলকাদের জেলানী আল্লাহু।
মাতা পিতা জন ফরজন্দ স্ত্রী ভার্য্যা আর।
দুই চোখ মুদিয়া গেলে সকলি অসার। (অ)
আবদুলকাদের জেলানী আল্লাহু।
ছাড়িল আশার বাসা খাসা পাইল বাড়ী।
বিদায় করিল যাত্রী শুইল নিজপুরী। (অ)
আবদুলকাদের জেলানী আল্লাহু।
এরকে দুইয়ে চলে যায় চল্লিশ কদম।
মনকির নকির আসে জবাবের কারণ। (অ)
আবদুলকাদের জেলানী আল্লাহু।

(৪) সুর—মুকুন্দ।

কাদের কুদ্রুত করিম কার।
(হারে) পাথ্‌রে রাখিছে জিউ যোগায় রে আহার॥
সাগর রাখিছে শুখা, পাহাড় করিছে তল।
তেল বিনে জ্বলে বাত্তি, বৃক্ষপরে রাখে জল॥
হেইলে পড়ে ক্ষুদ্র বৃক্ষ দিয়ে তারে বড় ফল।
কেন রে অসীম বৃক্ষে ফল দর্শে ক্ষুদ্রাকার॥

বাদশায় ফকির করে, ফকিরে বাদশাই।
ধনীকে নির্ধন করে, ধনী মাঙ্গে ভিক্ষা তাই।
ছিল বান্দা মস্তকেতে, এল মায়ের সেকনেতে॥
এল লেংটা, গেল লেংটা, দেখরে ভেবে কেবা কার

ভাসিছে পাথ্‌র জলে, সোলা তল করে তায়।
কারে নৌকা বিনে পাড়, কেবা রসাতলে যায়।
করো ধনে জমিন কাটে, কারো অন্ন নাহি জুটে।
কারো দুঃখে মাথা কুটে, এতিন করে ছারখার।

ক্লঠি কুজা লইয়ে থারা, সিঙ্গা হাতে ইছরাফিল।
কুঠি নরে, পলক পড়ে, হত্যা করে, আজরাইল।
বার থানার হবে পুল, পাড় হইতে পরবে রোল॥
হবে কত গণ্ডগোল, ববে নুরেল গুণাগার।

(৫) সুর—মনোমোহন।

আমি কি আর, আমার হব, দেখ তব, বিচার করে।
আমি কাহার, কেবা আমার, আমার আমার, ভাবি তবে॥
হইয়াছি রে আমি যাহার,—সে'ত যদি হয় রে আমার।
হব তবে আমি তাহার, না লায়েক গুণাগারে॥
আমার জমা জমি ভিটী,—ফুল পালঙ্গ সোণার খাটি।
আমার স্ত্রী পুত্র বৌটি, আমার হইয়ে থাকবে কে রে।
আমার তালা তেতালা ঘর, জ্বলছে ফানুস দেওয়াল ঝার।
(আমার) মানে জাতে আমি বড়, এই বড় কি রয় সংসারে।
আমার জমিদারী খাস,—আমার গোলাম বান্দি দাস।
(আমি) জন্ম পেয়ে ছিলাম মিরাশ, এই মিরাশ কি থাকুবে কিরে।
আমার আমি ছিলাম শূন্য,—এলাম শূন্য, গেলাম শূন্য।
কেবল শূন্য, পাপ আর পুণ্য, সুরেল শূন্য কান্দে ডরে।

(৬) সুর—মুকুন্দ।

(স্বদেশী)

মনে ভাব্‌ছ কিরে চাষি।
খেইতে পাওনা দিন দুর্দিনে চিন্তায় আছো বসি।
চাষ করিয়ে পাওরে সোণা চল্লে বুঝে হয় রে দুনা
দিন থাকিতে হলি কানা, রহিয়াছ ত বসি।

মাখন মলাই নাই রে তোদের, হ'লি রে প্রবাসী।
তোদের ঘরে দিনের বেলায়, সিন্দ কাটে কে আসি॥

তোদের ক্ষেত্রে শস্য ভরা, তোদের নয় কো একটি ছড়া,
তোরা কেবল চাষের ঘোড়া, গ্রাস করে বিদেশী।
খেয়ে দেয়ে তোদের ঘরে, চলে দিবা নিশি।
তোদের খেয়ে হল মানুষ, লাগায় তোদের গলায় ফাঁসি।

বিচারখানা তোদের তরে, বসাইয়াছে রাজ সরকারে,
বিচার পাবে ঘরে ঘরে, সুখে যাবি ভাসি।
দুঃখে পড়ে, বিচার ঘরে, করে কান্দাকাটি।
মরার উপর খাড়া বসায়, খুন খায় তার চুসি॥

আট টাকায় পাট বিক্রি কর, দশ টাকা হয় সূতার দর,
টাকা পেয়ে মহা বড়, হ'লিরে তায় খুসি।
এই সাত সমুদ্র পাড়ে নেয়রে দিবা নিশি।
আটের দুইটি শূন্য দিয়ে, নিয়ে যায় বিদেশী।

টাকায় শত নেয় রে ঘরে, দেখনারে তাই হিসাব ক'রে
চড়ে ঘোড়া গাড়ীর পরে সুখে রহে ভাসি।
কামান গুলি তোদের টাকায়, করছে দিবা নিশি।
সুরেন বলে তোদের বুকে, মারছে কে রে আসি।

(৭) সুর—মুকুন্দ।

মন আছো পেরেসান।
মোহ ঘোরে ঘুরে বেড়াও, নাইকো তেরা জ্ঞান।
সদা মন বেকারা রে,
ঘুরে বেড়াও হাহাকারে।
দাঁড়িয়ে সাগর পাড়ে,
(মন) ফিরো ত্রিভুবন।
মায়ার সাগরে পা দিয়েছ রে চান্দ
কেমনে যাইবে ছুটে দেখ মহাফান্দ।
তরী দিচ্ছে উজান পাড়ি,
চল মন ত্বরা করি,
দিতে হবে ভব পাড়ি;
কর আয়োজন।
ধরবে পাল তারি নামে চলবে তরীখান।
পাড়ে গিয়ে ঠেক্‌বে যবে, দেখবে রে গোলসান।
শূন্যে আসে শূন্যে যাবে,
পাপ পুণ্য সাথে রবে,
দুঃখ সুখ যত ভবে,
করেছ রে মন।
সেইখানে দাঁড়াইবে, তারি বিদ্যমান।
ওজন হবে নেকি বদি, হাঁসর ময়দান।

(৮) সুর—

খেলাফত ধ্বংস হবে কার জোরে।
দেখিনা মোরা জগত জুরে।
স্বাধীন করে দিয়েছে যেই জন।
সৃষ্টি কর্ত্তা প্রভু নিরঞ্জন।
ব’সে রয়েছে ক’রে নিরীক্ষণ।
জ্ঞানের চক্ষে দেখে দেখনা রে।

তক্তে তাউজ দিয়েছে সাঁই।
হুকুম বিনা তায় যাবে না ভাই।
চেয়ে দেখোনা কোরাণে তাই।
লিখা আছে তাই প্রতি ছতরে।

মদিনা মক্কা করেছে সৃজন,
আরব ভূমি তায় দিয়েছে রক্ষণ।
খোদার খলিফা দিয়ে সিংহাসন।
রাখিতে তাহায় সুসার করে

পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ।
দিয়ে ছিল তায় করিয়ে স্বাধীন।
দিনে দিনেদিন, হইল বিলীন
প্রভু নিরাকার হুকুমের পড়ে।

মদিনা মক্কা যাইবে ছু'টে।
তক্তে তাউজ লইবে লুটে।
একে একে সব নিতে তা বে'টে।
ভবনে আগুন জ্বলিবে স্বারে।
যখন দেখিবে হইবে গারত।
সুরু হবে সেই রোজ কেয়ামত।
ছিন্ন ভিন্ন হবে এমারত।
লিখা আছে তায় কোরাণ পরে।
যখন তক্ত হইবে বিলীন।
দেখিবে প্রভু রাব্বেল আলামিন।
আসিবে দর্জ্জাল ইছা মেন্দিদিন।
বাজিবে ডঙ্কা জগত জুরে।
বলে হীন তাই মূর্খ নুরেল।
দেখিবে ভাই সবই ভূমণ্ডল।
একে একে সব যাইবে সকল।
শেষ কেয়ামত হবে আখেরে।

(৯) সুর—মুকুন্দ।

দেখ্‌বে কি, বুঝবে কিরে, কান্দে সদাই আমার প্রাণ।
কর্‌বে কি, করছে কিরে, দেখরে ভবে মায়ার ফান্দ।

কেউ হাসিছে, কেউ ভাসিছে, কেউ ধরিছে মধুর তান।
কেউ কান্দিছে, কেউ খেলিছে, কেউ চইলাছে গোরস্থান
কেউ সাগরে, কেউ নগরে, কেউ কবরে জ্বলে জান।
কেহই হাজি, কেহই গাজি, কেহই পাজি, দেখরে মান।
কেহই উকিল, কেহই বখিল, কেহই ছখিল করে দান।
কেউ একুলে, কেউ সেকুলে, কেউ দুকুলে হারায় প্রাণ।
কেউ হইয়াছে, কেউ মইরাছে, কেউ ধইরাছে হেস্কিটান
কেউ সুবাসে, কেউ হুতাশে, কেউ সাবাসে, বলিয়ান।
কেহই ঘারে, কেহই বায়রে, কেহই জাড়ে, কাঁপে প্রাণ।
দেখ সকলে, কয় মুরেলে, কোন বেভুলে, আছ মান।

(১০) সুর—

কিবা দেশে জন্ম হ'লেম, তরিক বেতরিক করে।
মোছলমান নামটি পেলেম, দিন ইছলাম কি চিনলেম নারে।
চারি কুরছি চারি আছাব. চারি তরিক, চারি মুজাব।
রাখে নিয়ে হিসাব কিতাব, কে মোছলমান বলে কারে।
দুর্গাপূজা রথের যাত্রী, মেলা গাছতল, আর দেওয়ালি।
কেনা বেচা মুছলেন জাতি, রঙ্গ তামাসায় উদর পুরে।
চারি ইমাম্ চারি কলেমা, চারি কিতাব চারি জনা।
লবে হিসাব প্রথম থানা, সবের জানা আছে কিরে।

সনের বৈশাখ পলাও খাসি, শ্রীপঞ্চমীত মাজি ঘসি।
ভাদ্র মাসে আমাবসি, গাছ ছাটিলে ফল ধরে।
বার চান্দের হিজরী সন, বাঁয় কাতিমণ ডাইন কেরামন।
মোছলমানের যায় কত সন, করে হিসাব কয় জনেরে।
জগবন্ধুর কাঁঠাল কলা, হুলির রঙ্গে আবির গোলা।
সংক্রান্তিতে খায় কমলা, দেখে মুরেল মোছলেমে রে।

(১১) সুর—মুকুন্দ।

শমন ভয় দেখাস তুই কারে।
হৃদয়ে মুরশিদের নাম বেঁধেছি রে তাঁরে।
বেন্দেছি হৃদয়ে তার, ডরি নারে ভয়ে আর।
এক বিনে দ্বিতীয়ার, নাহি রে সংসারে।
দিবা নিশি আছি বান্দা, তাহারি দুয়ারে।
আছে কি শমনের শক্তি, আসে আমার দ্বারে।
সঁপেছি রে যারে প্রাণ, সে করিবে পরিত্রাণ।
করিবে সে আত্মদান, জনমেরি তরে।
মোকাম মঞ্জেলে দেল বান্ধা আছে তাড়ে।
শমনের কি আছে ভয় আউয়াল আখেরে।
যে করে সমন অমান্য, সমন যায় তারি জন্য।
ভয়ে তার আত্মা শূন্য, জনমেরি তরে।

মৌলানা মুরসিদের নাম, নাহি যার অন্তরে।
দেখে সে শমনের দূত, আত্মা কাঁপে ডরে।
কেউ করে সে শমন ভয়, কেউ করে সে শমন জয়।
কারো শমন দমন রয়, কেউ সমনে ডরে।
হীন মূর্খ নুরেল বলে, দেখ্না হিসাব করে।
যে জপে কাণ্ডারি নাম, শমন ডরায় তারে।

(১২) সুর—

প্রাণ কাঁদে প্রাণের তরে।
কেন প্রাণ বুঝে নারে।

প্রাণের জন্য জ্বলে প্রাণ, কেঁদে হয়রে পেড়েসান।
কেন তায় পাগেলা প্রাণ, আপন প্রাণকে কাঁদায় রে।
প্রাণ ধরে না আমার কথা, দেয় প্রাণে সদাই ব্যথা।
ঘুরি আমি যথা তথা, প্রাণ বাধ্য কেন হলনারে।
যখন প্রাণ রাগে বসে, শত প্রাণ তায় মিলে মিশে।
কত প্রাণে তোষাতোষে, তবু প্রাণ তায় বুঝে না রে।
প্রাণ পড়েছে আপন ফান্দে, প্রাণের জন্য প্রাণই কাঁদে।
বুঝাব তায় কোন্ ছন্দে, আপনি তায় বুঝ্লে নারে।

প্রাণ বুঝে না হিতাহিত, হিতে করে প্রাণ বিপরীত।
প্রাণের সঙ্গে প্রাণের রীত, রাখ্‌তে আমি পারি না রে।
প্রাণ হলনা কথার বাধ্য, বুঝাই প্রাণে যথাই সাধ্য।
তবু প্রাণ হইল অবাধ্য, নুরেল বাধ্য কর্‌তে নারে।

(১৩) সুর—মুকুন্দ।

কে তুমি দাঁড়ায়ে রলে, প্রাণ কাঁপে মোর ভয়ে।
তুমি আমার কপাট সিন্দুক, কেনে ভাঙ্গ্‌তে এলে।
আন্ধার ঘরে, প্রবেশ করে, আমার তালায় মারছ টান।
সিন্দ কাট্‌ছ রে দিনের বেলায়, তুমি বড় শক্তিমান।
হলিরে তুই বিকট মুরুত, প্রাণ রহে না ঘরে।
খুলে আমার কপাট দ্বার, বার কল্লে রতন,
রল পড়ে সোণার সিন্দুক, নিয়ে যাওরে ধন।
(তুমি) যেমনি এলে, তেমনি রলে, ঘরের মাণিক নেও খু'লে
দেইখে তোমার আজব ছায়া, উড়ে যায় রে প্রাণ।
ঝরঝরিয়ে পড়ে কায়া, দেইখে মুরতিমান।
তুমি এমনি করে, হরণ করে, বুঝাও বাত্তি সব ঘরে।
তোমার নাম কি যমদূত, প্রবেশ কর ঘরে।
দরজায় এসে দাঁড়াও তুমি, রইতে দেওনা মোরে।
সদাই নুরেল তারি ভয়ে, বুক কাঁপে সেই ডরে।

---

(১৪) সুর—মুকুন্দ।

ঘোর কলিতে হইয়াছে সব, আজব ব্যবহার।
কেহুর হাসি, কেহুর কান্দা, কেহুর দেখি, ব্যভিচার।
(সেই) ধর্ম্মের, ধর্ম্ম, পরম ধর্ম্ম, যদি করে সুবিচার।
স্ত্রীর গর্ভে মায়ের জন্ম, মেয়ে হইয়ে মা করে কর্ম্ম।
পিতা হেন মায় পালে ধর্ম্ম,
তবু ভয়ে এন্তেজার।
পুত্র ঘরে, এলে পড়ে, সুন্দরী বলে যা বলবার।
মারে ধরে মেয়ের মত, দেখ্‌রে ধর্ম্মের অবিচার।
প্রাতে পুত্র যায় রোজগারে, রুজির জন্য জ্বইলে মরে।
স্ত্রী থাকে খোস দরবারে।
দরবার, বসে কি বাহার।
আমাদের ঘরের তার ভইন, গোলামেরি ঘাড়।
যদি ভইনগো ছাড়িয়ে দিত, কপালে তার মারতাম ছার।
বেটি বিক্রী পিতায় করে, দেখ্‌লেম তাই এ সংসারে।
খায় হারাম নানান ঘরে।
ধর্ম্ম, থাকে না কারার।
হারামে হারামি জন্মে, ধর্ম্ম থাকে কার।
ঘরে ঘরে হইল অধর্ম্ম, ধর্ম্ম লুপ্ত এ সংসার।
স্ত্রী পুরুষের নাইরে হায়া, খেস দেশেরী নাই রে মায়া।
ধ'রে আছে কেবল কায়া।
ছায়া মাত্র সার।

খাওয়া দাওয়া নাইরে সুখে, করে হাহাকার।
যেম্‌নি স্ত্রী, তেম্‌নি পুরুষ, জন্মের মধ্যে অবিচার।
মাতা পিতার ধার ধারে না, ধর্ম্ম কর্ম্মের মান রাখে না।
আউয়াল আখের তায় ভাবে না।
কলির ব্যবহার।
সুরেল বলে সবের ঘরে, কলি অবতার।
সেই কলির ধর্ম্ম পুরুষ পালে, জ্বলছে আগুন এ সংসার।

---

(১৫) সুর—মুকুন্দ। (স্বদেশী)

মোদের দেশ কি হবে।
যত দিন না হিন্দু মোছলেম, এক পাত্রেতে খাবে।
মুখে মুখে মিশামিশী,
অন্তরেতে নাইকো খুসী।
জাতি মোদের যাবে ভাসি।
দুঃখ কি আর সবে।
যত দিন না হিংসা দ্বেষ, হৃদয় হতে যাবে।
তত দিন না স্বরাজেরে, হাতে হাতে পাবে।
কিচ্‌লু ডাক্তার, চিত্তরঞ্জন,
আলি ভ্রাতৃ হল বন্ধন।
গান্ধীজির অনুমোদন,
রাখিল কে ভবে।

লালা লজপত রায়, নেহারু লাল সবে।
পীর বাদসা মিঞা বন্ধন, দেখনারে ভেবে।
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে নিশে।
গলে গলে যাবে ফেঁইসে।
যখনি তা দেখ্‌বে শেষে।
উঠবে ভেসে যবে।
চিতাখলা আদালত, যখন মনে হবে।
তখন স্বরাজের ভেরি, বাজিতেই রবে।

(১৬) সুর—মুকুন্দ।

(১)

মিছা দুনিয়ার কি আশা।
দুদিন পরে চলে যাবে, গাছতল হবে বাসা।
আশার উপর বাসা বাড়ী,
কেমন হচ্চে মজাদারী।
আলো জ্বলে সারি সারি,
মজা কি তার ঠাসা॥
আবের পাখা, ফুলের শয্যা, ঝিলামিল মশারি,
বুঝলে না সে আপন পর, কি হবে তোর দশা

(২)

জমিদারী বালাখানা

সাইন স্বকাত আমিরানা।

রুনু ঝনু সাদিআনা,

শুনিতে কি খাসা॥

সামনে সুন্দর পেয়ারী, কিবা মধুর ভাষা,

তুমি কার, কে তোমার, কর নিরে দিশা।

(৩)

আশার কুহকে পরে,

বাদসাই মাদার ছাড়ে।

ফেরে সদা দর বিদরে,

দেখরে তামাসা।

তারি উপর খোদায়ন্দ, বড়ই ভালবাসা।

জিন্নত কইয়াছে দাবি, দেলটী তার খাসা॥

(১৭) সুর—মুকুন্দ (স্বদেশি)

(১)

দেশের সবাই পাগল।

লেগেছেরে গণ্ডগোল॥

ছাড়িয়ে দেশেরি মায়া, হইয়াছে আকুল।

কি জানি কি ঢেউ এসেছে,
মনের বেগ বেড়ে গেছে,
জোয়ারের জল ছুটীয়াছে
হইয়াছে বেভুল।
স্ত্রী পুত্র মাতা পিতা, ছেড়েছে সকল।
কামান গুল্লি তীর ছেইদে, হইয়াছে আগল ॥

(২)

পঞ্জাবেতে হত্যা করে।
টেক্সের দায়ে খুন পড়ে।
কুলির উপড় গুল্লি ছাড়ে।
পইরে গেল রোল ॥
মোপলা মারে, রেলে ভরে, জ্বলিল আনল।
আকাশেতে বাণ ডেকেছে, সমুদ্র টলমল ॥

(৩)

পাগল দেওয়ানার মত।
খদ্দরে বিভূষিত।
তপস্বী আউলিয়ার জাত,
হইয়াছে বিলকুল ॥
এ'কে একে ধ'রে নেয়, পাগলেরি দল।
সুরেল বলে পাগল হ'য়ে চলেছে সকল ॥

(১৮) সুর—মুকুন্দ।

চাঁদপুর বড়া থফছুরাতি।
দেখাহো মায় ঘুড়ে ফিরে, সুন্দর মুরাতি।
(১)
চাঁদপুর কি চাঁদপুর আছে,
চান্দের আলো পড়ে গেছে।
চান্দ বাগমে চান্দ উঠেছে,
ঘরে ঘরে বাতি॥
উলঠে গেয়ে হাওয়া তেরা, দেইখে মায় ছুরাতি।
ছারে চাঁদপুর রোশন হুয়া, বইসে আছেন জ্যোতি॥
(২)
চাঁদপুরে চান্দ উদয় হল,
ব'সে আছেন ক'রে আলো।
শত শত তারাদল,
সঙ্গ সাথে সাথী॥
হুহুঙ্কারে আল্লা রবে, কাটে দিবা রাতি।
সব্‌কি দেল দেওয়ানা হুয়া, রাথে কেছা শক্তি॥
(৩)
যখন আসে জুম্মা রাতি,
সবে হইয়ে এক সাথি।
আলো জ্বালে নানা ভাতি,
কাটে সারা রাতি॥

চান্দের অলোয়ে ফুল, ফুটে নানা জাতি।
মালতী মল্লিকা টগর বকুল জাতি যুথী॥

(৪)

চাঁদপুর কি অন্য কারো,
কিবা ছোট্ট কিবা বড়।
হো'ক সে সারাবি খোর,
জিনা কি বেদাতি॥
শুদখোর বেনমাজি আরো নানা জাতি।
অনল দেখিলে মোম, গলে জেছা ভাতি॥

(৫)

নামাজি মুছল্লি যত,
সাম ছোবে আসে কত।
বলিতে পারি কি অত,
ন্নুরেল মুর্খ মতি॥
নামাজ পড়নে কো-থাড়া, হইয়ে এক সাথি।
ছুরুত জামাল দেখে, দেওয়ানা বন্ জাতি॥

(৩৯) সুর--

ভবের বেপার, দেখে চমৎকার
দেল বেকারার, হইয়ে যায়॥

গিয়েছে সুদিন, এসেছে কুদিন,
জানি না কি দিন, আসে তায় ॥
উল্‌টে হাওয়া, বইয়ে চলেছে, মনের গতি কি হল তায় ॥
ছিলে বা কেমন, হলো বা কেমন, আর জানি কি হইয়ে যায় ॥
ফাজেল গেল রসাতলে,
জাহেল বাড়ে দুনিয়ায়।
জাতি গেল কুজাত হয়ে।
অজাতের জাত বেড়ে যায় ॥
রাজার হল অসুখ বিসুখ, প্রজায় শান্তি কোথায় পায়।
ধর্ম্মের ঘরে আগুন জ্বলে, বিধর্ম্মী সে রঙ্গ চায় ॥
আল্লা এক, লা সারেক,
যেবা রহে ভাবনায়।
কেমন জানি কুদরুত হাকিম,
ভিক্ষুক করে রঙ্গ চায় ॥
অধম হীন সুরেন বলে, আছি সদা ভাবনায়।
পাপীকে করিলে দোয়া, উদ্ধারিবে রব্বানায় ॥

(২০) সুর—স্বদেশী।

ভারত স্বাধীন তরে, দিলে জীবন অকাতরে,
ছাড়িয়ে হৃদয় মায়া, সুখময় এ ভবন।

স্বদেশ হইবে বলে,
পড়িয়াছে মহা জেলে।
দুঃখেতে জড়িছে কায়া,
হেরে দেখ দুনয়ন ॥
ছেড়ে গৃহ অভিমান,
ভাই হিন্দু মুসলমান।
করিয়ে দেশের দয়া,
জুড়ে দিলে মহারণ ॥
কে তুমি কোথায় আছ,
দেখনারে চেয়ে কিছু।
দুঃখেতে পড়িয়া মহা
কাটিতেছে এ বন্ধন ॥
জেলে ডাক্তার কিচেলু,
মতিলাল নেহারু।
আলী ভ্রাতা দুই ভাই,
গেল চিত্তরঞ্জন ॥
কত শত দলে দলে,
দিনে দিনে চলে জেলে।
দেখনা ভারত মাতার,
যত আছে সুসন্তান ॥
গান্ধীজিউ বন্দী হল,
পীর বাদসা মিঞা গেল।

লালা লজপত রায়,
বন্দী কুতুবর রহমান ॥
ভারত সন্তান মোরা,
হইয়াছি পথহারা।
যাইতেছে কারাগারে,
ভেবে দেখ কি কারণ ॥
কি সুখে ঘুমিয়ে রলে,
বেলা অস্ত হয়ে গেলে।
জাগিয়ে দেখনা তায়,
কেন ঘুমে অচেতন ॥
বন্দী জেলে সেরে নর,
ভ'রে আছে কারাঘর।
দেখরে সোণার তনু,
পড়ে আছে কি কারণ ॥
সারা দিয়ে চল যাই,
সুরেন বলেছে ভাই।
কি আর রহিবে ঘরে,
ক'রে দেখ নিরীক্ষণ ॥

(২৬) সুর—

উচ্ছ্বাস তরঙ্গে, যমুনা ভরপুর।
সাগর হিল্লোলে, গায়ে সুমধুর ॥

(১)

যমুনা জোয়ারে, চলেছে লহরী।
গাইছে সমীরে শুনে সুধাকর॥

(২)

চলিছে মিহিরে, নিশীথ সময়।
দহিছে পরাণ, শ্রবণে মধুর॥

(৩)

বসন্ত সাগরে, বাজিছে বাঁশরী।
উজান ধরিছে, সমুদ্র লহরী।

(৪)

লইয়ে হাতে, বাজায়ে মুরারী।
পারি কি রহিতে, হইয়ে বিভোর॥

(৫)

অসার সাগরে, চলিছে তরণী।
বীণার ঝঙ্কারে, কাড়িছে পরাণী॥

(৬)

কি জানি কে মোরে, ডাকিছে অন্তরে।
যাইতে বাসনা, মরি তারি সুর॥

(৭)

নীরব নিরলে, বলেছে সুরেলে,
যাইতে তোমায়, শুনে লও সরলে॥

(৮)

যমুনা কেনারে, যাইতে তোমারে,
ডাকিছে বাঁশরী, করিয়ে ফুর ফুর ॥

২২ জাতীয়—সুর।

ভাই হিন্দু মুসলমান, হেরে দেখ দুনয়ন,
ছাড়িয়ে হৃদয় মায়া প্রাণ।
ছেড়ে সব সুখ আশ, হয়ে আছি কারাবাস,
পড়ে আছি জেলে কি কারণ ॥
ভারত সন্তান মোরা, হয়ে আছি পথ হারা,
মোরে কে করিবে পরিত্রাণ ॥
ভারত স্বাধীন তরে, দিলে জীবন অকাতরে,
ছাড়িয়ে হৃদয় অভিমান।
জেলে ডাক্তার কিচেলু, মতিলাল নেহারু,
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ॥
গান্ধীজিও বন্দী হল, পীর বাদশা মিঞা গেল,
আরও বন্দী কুতুবর রহমান।
জেলে পড়ে সেরে নর, ভ'রে আছে কারাঘর,
সোণার তনয়া বন্দীয়ান ॥
কে তুমি কোথায় আছ, দেখনারে চেয়ে কিছু,
য়াইতেছে হইয়ে আগুয়ান।

মোহ নিদ্রায় পড়ে রলে, বেলা অস্ত হইয়ে গেলে,
কেন ঘুমে হয়ে অচেতন ॥
মিলে মিশে ভাই মোরা, উঠ সবে দিয়ে সারা,
যত আছ ভারত সন্তান।
সাগরে উঠেছে ঢেউ, বসিয়া না রবে কেউ,
বল সবে বন্দে মাতরম্ ॥
খেলাফত হাতে কর, বলে আল্লাহুয়াক্‌বর,
যত আছ ইছলাম সন্তান।
কি আর বলিব ভাই, উঠ সবে চল যাই,
হীন মূর্খ নুরেল অধম ॥

---

২৩ সুর—

সংসারে পড়েছে, চিজের আকাল ॥
কেমনে বাঁচিব চিরকাল ॥
তৈল লবণ দেয়াশালি,
সুঁই লোহা সূতার গুল্লি।
বাড়্‌ল টেক্স সহর গল্লি,
দাম হয় গরু বকরির খাল ॥
মোজা গেঞ্জি জুতা ছাতি,
সোণা রূপা মোম বাতি।
বাড়ে দাম দিবা রাতি,
হাতে ধরে যেই মাল ॥

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বৃষ্টি পড়ে,
চাউলের দাম আপনি বাড়ে।
রেঙ্গুনের চাউল এসে পড়ে,
রক্ষা পায় গরীব কাঙ্গাল॥
ছুই লেবু বেগুন কলা,
শাক সব্জি লাউ মূলা।
ছাতকের সেই কমলা,
আরও দাম হয় ভাদ্রের তাল॥
ধুতি পিরাণ বানাত সালে।
আকালে দাম হয়ে গেলে॥
দীন হীন নুরেল বলে।
কেমনে যাইবে কাল॥

২৪ সুর—

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, গোমতী নদী।
পূর্ব্ব পাহাড়ের নদী, স্রোত চলে ধার।
দেইখে খোদ গভর্ণমেণ্ট, না করে বিচার॥
বড় বড় বিলগুলি,
কেটে কল্লে রাস্তাগল্লি।
সেই জলেতে জলাঞ্জলি,
দেখে ভয়ঙ্কার॥

সনে সনে জল এসে
পড়ে ভাঙ্গা আসে পাশে।
স্রোতে মানুষ চলছে ভেসে,
কইরে সোর চিৎকার॥

নদীর উত্তর পূর্ব্ব পানে,
সোণামুড়ার সন্নিধানে॥
পড়ে ভাঙ্গা লালার বাণে,
লোকের নেয় আহার॥

নদীর দক্ষিণ পশ্চিমদিকে,
পড়ে ভাঙ্গা সবার আগে।
মরল মানুষ সেই ভাঙ্গে,
উঠল হাহাকার॥

নদীর উত্তর পশ্চিম কোণে,
রেল রাস্তার পূর্ব্ব পানে।
পড়ল ভাঙ্গা ঝড় তুফানে,
লোকের নাই নিস্তার॥

নদীর দক্ষিণ ঝাকনি পাড়া,
সেই ভাঙ্গাতে একা সারা।
সেই অঞ্চলের নাই কিনারা,
রসত দেয় রাজার॥

ছাড়িধন বেপারীর বাড়ী,
ছেলে মেয়ে কতেক নারী।
পড়ে মরল কেওয়াইজুরী,
বাজিল সংসার॥
মুরেল ইছলাম মোর নাম,
কুমিল্লা চান্দপুর গ্রাম।
গোলদার বাড়ী মোর মোকাম,
প্রণিত হল সার॥

২৫ সুর—মনোমোহন।

কেনে মন, হল এমন, বুঝি কেমন, ক'রে।
বুঝি না তায়, কি করি হায়, মন ব্যাথায় যাই মরে।
চায় না মনে বাসা বাড়ী,
দিক বেদিকে ঘুরে মরি।
কি হল মোর মন তরী,
সদা ফিরি বেকারারে॥
সত্য মিথ্যার ভাব বুঝি না,
আখের আউয়াল তায় চিনি না।
নেকী বদীর ধার ধারি না,
মন জানি না কি করে॥

কোথায় ছিলেম, কোথায় এলেম,
কিবা পেয়ে চে'য়ে র'লেম,
ঘোর পাকেতে পইরে গেলেম,
কিনারা না পেলেম নারে॥
কি করিব কোথায় যাব,
কি করিলে কিসে পাব।
কিসের ভব, কিসের লাভ,
দেখ তব, হিসাব করে॥
মন হইল ব্যাকুল আকুল,
হারাই দুকুল, একুল, সেকুল।
না জানি মন হয় কোন কুল,
সুরেল ব্যাকুল, কাঁদে ডরে,

২৬ সুর—

ঐ যে বিবাহ বাড়ী হইয়াছে সোণারপুরী,
করে কত হুড়াহুড়ি, হইয়ে মাতোয়ারা॥
বালক বৃদ্ধ যুবাগণ,
আনন্দে ভাসিছে মন।
বাই, বাজি অগনন,
জ্বলিছে ছেতারা।

আন্দর বাহেরে সোর,
নামিছে স্বর্গের স্থর।
গাহিছে ললিত তান,
আকুলে পেয়ারা ॥

ঝার পানস্ দেওয়ালগির,
জ্বলে আন্দর বাহের।
রায় নবাব আমির,
মইজেছে ইঁহারা ॥

বিবাহের পড়িছে ধুম্,
পুরিময় ঝুম্ ঝুম্।
আতর গোলাপ কুম্‌কুম্,
ছুটেছে ফোয়ারা ॥

ধনী গণী আসে বাড়ী,
ফুটে টাকার ছড়াছড়ি।
গরীবের গড়াগড়ি,
দেখে কি তাহারা ॥

আঁতুর এতিম কাঙ্গাল,
দুঃখিয়া দরিদ্রা হাল।
ভুকা ফাকা দর হাল,
চক্ষে অশ্রু ধারা ॥

খানা পিনা নাই তারি,
হাতে নাই টাকা কড়ি।
ডাকে না নৌসার বাড়ী,
কিসে হবে খাড়া॥
নৌসা বইরাতি সাজে,
দুঃখী মরে নানা লাজে।
সাজিয়া চলেছে মৌজে,
এতিম রহে খাড়া॥
নৌসার ছামনে টাকা,
পড়িয়াছে চাকা চাকা।
গরীবেরা রহে ফাকা,
জিয়নেতে মরা॥
ধনী গণি মালওয়ার,
দেখিবে হাঁসর পাড়।
বিবাহের কারবার,
দেখে জিন্নতিরা॥
সাজিবে গরীব নৌসা,
পেয়ে হুর হবে খাসা,
দুরেল করেছে আশা,
হয়ে মাতোয়ারা॥

২৭ সুর—ভাটিয়াল।

(১)

মন ছাড়, ছাড়, ভবের মায়া।
কি সুখে ঘুমিয়ে আছিস, ছেড়ে অঙ্গকায়া॥

(২)

নৌকা তোর ঘাটে বান্ধা, দেখ্‌নারে তুই ভেবে।
অসার সাগর পাড়ে, যেতে তোর হবে॥
(সেই) পাড়ের পাড়ে, গেলেরে তোর, থাকবে নারে দয়া॥

(৩)

সেই পাড়েতে পাপ পূণ্যের, বস্‌বে রে বাজার।
নিজের জিনিষ, নিজে কিন্‌বে, দেখবে রে বিচার॥
কেউ হাসবে, কেউ কাঁদবে, বসে রে, কে দিবে তোর ছায়া॥

(৪)

সেই পাড়েতে বার থানার, আছে রে এক পুল।
দেখ্‌বে থানার দ্বারে, গেলে, কতই পড়ে রোল॥
কেউ হেসে যাবে, কেউ, পরে রবেরে, কেউ কেঁদে হবে সারা॥

(৫)

অগাধ নিদ্রার ঘোরে, পড়ে আছ সুখে।
ঘাটে তরণী বাঁধা, দিবা নিশি ডাকে॥
দিন থাকিতে দিবে পারি রে, বসবে সুখের হাওয়া॥

(৬)

হীন মূর্খ নুরেল বলে, দেখ্‌নারে তুই ভেবে।
কয়জন পড়ে আছে সেই, দেল দরিয়ায় ডুবে॥
যে ডুবে গেছে, সে মজে গেছে রে, তার নাইক ইজ্জত্‌ হায়া

২৮ সুর—মুকুন্দ।

বন্দা হবে মোছলমান।
সংসারে আসিয়ে সবে, রাখিবে ইমান
মোছলমানের কি সর্ত্ত আছে,
দেখ্‌নারে তায়, কোরাণ বিচে,
সত্য কিবা, মিথ্যা আছে,
করিয়ে ধ্যান।
গোস্বা গিবত হারাম চর্চ্চা,
হ'য়ে না ফরমান,
কেমনে দেখাবি মুখ,
খোদার বিদ্যমান॥
হাজার মোছলেম রাস্তায় চলে,
আসল মোছলেম কয়জন মিলে,
দেখনারে, তায় আঁখি খুলে,
যদি থাকেরে জ্ঞান॥

ঘুস, সুদ, বে-নমাজি,
বেদাতি বে-ইমান,
সাফায়াত পাইবে কিসে,
হইয়া সে নাদান॥
চান্দির টাকা হাতে পড়ে,
মক্রম এইসে ঘাড়ে চড়ে,
সিন্দুকেতে রাখ্‌তে তারে,
বলেরে সয়তান॥
হারাম কি হালাল হিসাব,
করে না বে-ইমান;
ছাথাওত জাকাত নাই,
রহেনা ইমান॥
কাণা আতুর লেংড়া প্রায়,
অন্ধ এতিম দুঃখে খায়,
ধনীর বাড়ী সবাই যায়,
খেইয়ে বাচ্‌তে জান॥
দীন দরিদ্র দেইখে ধনী; ফিরে নাহি চান,
এ ধনীয়ে চায়না ফিরে,
ধনীর ধনীয়ে করে ত্রাণ।
দিন ইছলামের দিনটি ধর,
মউত কবর হাসর পার॥

পুল ছেরাত থানার দ্বার,
বড়া কঠিন স্থান,
উম্মত ত্বরাবার তরে,
হবে পেড়েসান ॥
স্থরেল বলে তারি পড়ে,
ডুবাইয়া দেরে প্রাণ ॥

২৯ সুর—

গজল।

(১)

শায়নে ভালা বুরাকি ছামজো, তেরা দেলে যু আবে।

(২)

রাত ভরকি রহে হাম, হো গেয়ে মহব্বত ॥
রায়নে কো তাগেত নেহি, জায়েঙ্গে আলবত।
নেহি হায়, রাতি আওয়র, হো গেয়ে ছোবে ॥

(৩)

মজামে মজগেয়ে পেয়ারা, রোসন হুয়ে জান।
ছিনেমে কাটারী চুপে, হোগেয়ে কোরবান ॥
দেল ও পাড়া পাড়া হুয়ে, তেরাই জুদে।

(৪)

আসকমে ফাঁস গ্যায়ে প্যারা, ছিনে হুয়ে চুড় ॥
হো গেয়ে আখের রাত, যানে হোগা দূর।
কিছুমত আপেনা দেখো, হোগেয়ে বুড়ে ॥

(৫)

যায়েঙ্গে মোকান পড়, হোগাবেএক তারি।
থানে ছুনেমে হুয়ে, দেল বেকারারী ॥
কাটেঙ্গে দিন কেয়ছে, রাতি কব হবে।

(৬)

দিন ভরকি তেরা জুদাইছে, পেড়েসান ॥
রাতি যব আবেঙ্গে ফের, দেখেঙ্গে গোলসান।
মারতা হায় দরিয়া মউজ, কেয়া কুই আবে ॥

৩০ সুর—মুকুন্দ।

স্বদেশ হবে কিরূপ করে।
নানান বর্ণ, নানান জাতি, রহিয়াছে যে সংসারে
চেয়ে দেখ্ না চীন জাপানে,
একই বর্ণের লোক সেখানে,
একই কাপড় রয় পড়নে,
একই কারবারে ॥

হিংসা দ্বেষ, নাইরে যেথায়, সুখে সংসার করে।
মতামতের নাই বিভিন্ন, কেহুকে না কেহুই ছাড়ে॥
দেখরে সব ইউরোপিয়ান,
পড়ে বস্ত্র কোটপেণ্টলন,
একই মতে চলছে সমান,
কল কৌশল করে॥
ধলা বিনে কালা নাইরে, প্রতি ঘরে ঘরে।
চেয়ে দেখনা তাদের লেখা, রহিয়াছে এক কাতারে॥
মিশর আরবে লোকটি যত,
মুসলমানি ধরান মত,
লম্বা চোকা পাগড়ি শত,
আছে ব্যবহারে॥
ছুরি চাকু ছেল তলোয়ার, সবাই ব্যবহার করে।
পেশ তস্‌তি জের ও জবর, লেখা আরবি যেই প্রকারে॥
আফগানি কাবুল পেশোয়ার,
পিরান পাগড়ি কাপড় ইজার,
এক হিসাবে চালায় কারবার,
দেখনারে সংসারে॥
নানান বর্ণ লোক নাই সেথা, একতার জোর ধরে।
জান যাইতে, প্রাণ ছাড়ে না, একের জন্য শতই মরে॥
হাওয়া রেঙ্গুন ব্রহ্মা রাজ্য,
দেখে এলেম একই কার্য্য,

তাদের অঙ্গে বড়ই ধৈর্য্য,
প্রতি ঘরে ঘরে ॥
ডিলা কামিজ লুঙ্গি ব্যবহার, স্ত্রী পুরুষ করে।
সোণার বরণ সবই মানুষ, সোণার খনি সেই পাহাড়ে ॥
নানান জাতি এই ভারতে,
নানান বস্ত্র পড়ে তাতে।
কেউ চলেনা একই সাতে,
মুখে স্বরাজ ধারে ॥
নানান বর্ণের লোক সে এথা, নানান বুদ্ধি করে,
একই জাতির একই বুদ্ধি, বুদ্ধির দোষে স্বরাজ ঘুরে ॥
কেউ পেণ্টলন আছকানধারী,
কেউ হেটকোট যুব্বা পড়ি,
ধুতি পিরাণ টেনিছ সারি,
চোকাছাদরিয়া পড়ে ॥
নানান বস্ত্র, নানান মানুষ, নানান বুদ্ধি ধরে।
সুরেল বলে সেই মানুষে, কি ছার মুখে স্বরাজ ধারে ॥

৩৯ সুর—মনোমোহন।

সংসারে ভাই কয় দিন আছি।
শুধু কেবল মিছামিছি ॥

দেল দরিয়ায় মারছে ঢেউ,
সঙ্গে আমার নাইরে কেউ,
জ্বলছে আগুন ধাউ ধাউ,
বেন্ধে পায়ে লোহার কাছি ॥
লাগজে আগুন গহিন বনে,
জ্বলছে সদা হুতাশনে,
হইয়ে ছাই যাচ্ছে প্রাণে,
দাহনে প্রাণ জ্বলে গেছি ॥
নূতন সাদি নূতন জোড়া,
ঘরে এসে চড়ল ঘোড়া,
প্রাতঃকালে মারছে কোড়া,
হাতে পায়ে বেন্ধে রসি ॥
মুখে লাগাম বাঁনলে দড়ি,
হাকায় মোরে মেরে ছড়ি,
জুইড়ে দৌড়ায় সদায় গাঁড়ী,
পাও চলেনা আগু পিছি ॥
পুত্র কন্যা হয় সংসারে,
হাতে পায়ে লোহার বেড়ে,
বন্ধন হলো জগৎ জুড়ে
পাগল হইয়ে কেবল নাচি ॥
হীন মুর্খ মূরেল বলে,
কাছি ছির আত্মার বলে,

রাখতে পারে, কলকৌশলে,
খোদার আরম্বে বান্ধ কসি ॥

৩২ সুর—

এ ভব সংসারের জাত একই সমান।
জাতের জন্য যেতেছে ইমান ॥
জাত লয়ে না কর গুমান ॥

(১)

চৌধরী বলে আমার জাত, সব চেয়ে বড়।
ঘুসের উপর ঘুস দিলে, জাত পরে যায় গড় ॥
কোথায় গেল চৌধরীগিরির, জাতের নিশান ॥

(২)

খন্দকার উঠিয়া বলে, আমার জাত বাছা।
ঘর বন্ধ, বাড়ী বন্ধ, টোটকা মন্ত্র মিছা ॥
তাবিজ লেথি, পানী ফুকি, পাঁচ পয়সা কামান ॥

(৩)

কাজী বলে আমার জাত, পুর্ব্ব হতে আসে।
কাজী সকল হল থারাপ, আবু সামার দোষে ॥
পেলেম না সে, কাজীগিরির, জাতের সন্ধান ॥

(৪)

সেক বলে আমার জাতে, ফকর নাহি করে।
ছৈয়দ মোগল পাঠান আদি, আমার জাতের পরে॥
কাজী খন্দকার চৌধরী জাতের, না পায় নিশান॥

(৫)

টাকা হলে জাত লইয়ে, করে কাড়াকাড়ি।
টাকা না থাকিলে জাত, ফিরে বাড়ী বাড়ী।
নুরেল বলে সব জাত, যাবে গোরস্থান॥

৩৩ সুর—ছুটকি।

গজল।

(১)

ছারে ছংছার ঘুমকে দেক্ষ, নেহি হায় ধরম।
আপনা জরু পরকে দিয়ে, পড়লিয়ে রয় জনম॥

(২)

আম্মা হুয়ে বুছরি বুড্ডি, ছির হুয়ে বেগম॥
বাবা হুয়ে বুড্ডে ছুয়ার, ঘরমে রয় হরদম।

(৩)

দুধ বেচ্‌কে মদ পিতা হায়, রেয়তা রেণ্ডি বাড়ী।
আপনা ঘরমে দুছড়ি মরদ, রায়তা হর ঘড়ি॥
মজামে মজগ্যয়ে রেন্দতা, হায়নি কৈ স্বরম॥

(৪)

জান বরা বড়, ভাইন ভইন হোতা, সালক সালি গিরি।
দেল বড়া বড় আম্মা বাবা, শ্বাশ ও শাশুরী॥
জোড়হাতমে ক্যারতা ছালাম, পাকরিয়ে কদম॥

(৫)

কাঁহা হায়, জাকাত ফেত্‌রা, কাঁহা জাহের খোদা।
কাঁহা হায়, নামাজ রোজা, কাঁহি কেরতা আদা॥
পিণ্ডি ভরকে হারাম সুদ, পিতা হায় হরদম॥

(৬)

এতিম কো মারতা হায় ছুরি, ক্যারতা আহা জারি।
কেছিকো আমানত লেকে, কেরতা দিকদারী॥
কায় নেকো তাগেত নেহি, মুরেলি অধম॥

৩৪ সুর—

(১)

দেখ বিবাহে মোসলমানে।
মেয়ের টাকা গণে রে, হিন্দুয়ে দেয় দানে॥
খোদার হুকুম নবির রেওয়াজ,
নাহি শুনে কানে রে॥

(২)

দেখরে মোসলমানের ধারা।
ছাদিছ কালাম তরিক্ক ছাড়া॥
দুই, চাইর, পাঁচ, শত হাজার পুরা।
লয়নাফর মানে রে॥

(৩)

রণা সভা আগবারানি,
ধোপা নাপিত মুখ চাওয়ানি॥
গাড়ুবাজি বাই নাচানি,
টাকা লয় বেইমানে রে॥

(৪)

নানি দাদির থান পেলাম না।
ঘাজা বাদ্য কেন এলে না।
ভুঞা চৌকিদারের দেনা।
আদায় হয়না কেনে রে॥

(৫)

জেওয়ার কাপড় আঁচল ব্যবহার
ভুয়ারিয়ে ধরছে ভুয়ার॥
হাত দোলায় না, দেখরে ভুলার
টাকা চায় নাদানে রে॥

(৬)

নবি অলির তরিক সরা,
হিন্দুর ঘরে হল ভরা ॥
পেয়েছে রে সবাই উঁরা,
সরা তরিক মেইনে রে ॥

(৭)

উম্মত হয়ে নবিজির,
বন্দা হয়ে এলাহির,
জবাব দিবে কি প্রকার,
মুরেল ভাবে মনে রে ॥

৩৫ সুর—মুকুন্দ।

অরে ভাই তিন কাল খুয়াইয়ে দিলে, কিছুইত করলে না।
কোন কালে কি কাম করেছ, ভেবে তুমি দেখনা ॥
ছেলে কাল গেল তোমার, পিতা মাতার কোলেতে।
ধুল খেলা করে তুমি, এসে ছিলে ঘরেতে ॥
মায়ের পরাণ ছিলে,
বাপের পুতলী হলে
মহারঙ্গে কেটে দিলে
আছে কি তা ভাবনা ॥

ইছলাম এলেম বিদ্যা, কিছু নাহি শিখেছে,
পাঠশালা যাইবার কালে, পলায়ে সে রয়েছ ॥
যদি কেহ পড়ার তরে,
বলে ছিলে আদর করে,
বজ্র ত্রসে মাথায় পড়ে,
হ'য়ে রলে দেওয়ানা।

যৌবন কাল এল তোমার, যৌবনে মেরেছে ঢেউ।
নানা পথে আঁখি গেলে, রাখিতে পারলে, না কেউ
প'রে ছিলে সখিন হালে।
ফিটের কাপড় চুল ভাজালে।
কত বড় হয়ে গেলে,
এলেম কি তা চিনলে না ॥

পিতার হইল ফরজ, শুভ সাদি আনিবার।
সুন্দরী চাহিয়ে এক্, এনে দিলে পরিবার ॥
কত সে গেল রঙ্গ রসে,
পুত্র কন্যা হল শেষে,
সংসার পাতিয়ে বসে,
কর চিন্তা ভাবনা ॥

এল তোমার বৃদ্ধকাল, নৌকা চলে ভাটিতে।
নৌকায় ধরিল পাক, পারলায়ে উজাতে ॥

মাথায় পেকেছে চুল,
কথার বেলা লাগে ভুল,
হল তোমার চক্ষু ঘোল,
আশা পথ ছাড় না ॥
যখন আঁতুর হয়ে, শুয়েছরে ঘরেতে।
বিছ দরিয়ায় পড়ে নৌকা, পড়িলো সে পাকেতে।
ফুকারিবে আল্লা বলে,
শত মাথা কুইটে ফেলে,
হীন মূর্খ সুরেল বলে,
আল্লা রাজি হবে না।

৩৬ সুর—মুকুন্দ।

অরে ভাই মোছলেম জাতি, ইছলাম খেতি করলে না।
বুড়া হয়ে দাঁত পড়েছে, ইছলাম কি তার চিনলে না।
তেজিয়ে এলেম বিদ্যা, অন্ধ হয়ে রয়েছ,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে, পশুশালায় পরেছ।
একে সারা হয়ে গেলে,
অন্ধ হয়ে ভবে রলে,
কুল কিনারা নাহি পেলে,
আঁখি খুলে চাইলে না।

পুত্র কন্যা জন্ম দিয়ে, সংসার তুমি পেইতেছ,
ধর্ম্ম বই শিক্ষা দিতে, হাতে নাহি দিয়েছ।
পেলে পুত্রে জমের ধারা।
কথার উপর মারছে জারা,
থাকরে বসে ওরে বুড়া,
তোমার কথায় চলব না।

ইছলাম এলেম বিদ্যা, নিজে না শিখিলে ভাই।
পুত্র কন্যা শিক্ষা দিতে, পারে নারে কোন ঠাই॥
পুত্র দোষী পিতার দোষে,
জমপুত্র হল শেষে,
কাঁন্দে মাতা পিতায় বসে,
আমায় অন্ন দিলে না॥

মাতা পিতা শিক্ষা দাতা, যে ঘরে কইরাছে বাস,
পুত্র কন্যা তারি সবাই, হইয়াছে প্রথমে পাশ।
বিদ্যা ও এলেম পেইয়ে।
ইছলামেরি সব শিখিয়ে।
মাকে জাহের খোদা কইয়ে,
চরণ দুটী ছাড়ে না।

মাতা পিতা ইছলাম খেতি, যখন করিবে চাষ,
ফলিবে ইছলামের ফল, তখনি লইবে বাস।

ধরবে ফল দুচরণে।
রছুল আল্লা এলেম চিনে,
তরিক হাদিছ কোরান মে'নে,
মায়ের সেবা ছাড়ে না।
দুটি চরণ সবার ধরি, ইছলাম খেতি কর ভাই,
আছি মুরেল অধম লাচার, গুণাতে ডুবিয়ে তাই।
সবে বুন ইছলাম বুনা,
ধরবে ফল কাচা সোণা,
হবে দেল ছাফা আয়না।
উদ্ধারিবে রাব্বানা।

৩৭ সুর—:

(১)

অরে ভাই আওরতের স্বামী, চালাও আওরত কি প্রকার।
শরিয়তের পরদা ছেড়ে, কি পরদা দিয়েছ তার॥

(২)

মোছলেম পরিচয় দিয়ে, ইছলাম ধর্ম্মে রয়েছ,
সাফায়ত পাইতে নবীর, আশা এসে করেছ,
আওরত কে বেপরদা করে,
বাহের করে দিলে তারে,
পুষ্করিণী যমুনার তীরে, জল আন্তে যায় অনিবার॥

(৩)

শরিয়তে আওরত মানা, নামাজ শব্দে পড়িতে,
পর পুরুষ শুনিলে স্বর, যাবে জাহান্নামেতে,
সেই স্বামীর আওরত হইয়ে,
সুর ধরে সে গান গাহিয়ে,
সাজায় বিবি তান ধরিয়ে, দেখ্‌রে স্বামীর অবিচার।

(৪)

সাজায়ে আপন্‌ স্ত্রী, দেখ তুমি তাহাকে,
অন্য কেউ দেখিলে তাহা, পড়িবে সে নরকে,
তরিক্‌ বেতরিক্‌ করে,
দিলে শুভ স্বাদির ঘরে,
সাজালে স্বামীয়ে তারে, লোকে দেখ্‌বে চমৎকার॥

(৫)

অগোচরে, দেবর ঘরে, রঙ্গ রসে হাহাকার,
ভগ্নিপতি নদের স্বামী, সইয়ার সঙ্গে ব্যবহার,
পরদা পুসে রাখ্‌লে নারে,
দেখরে স্বামী বিচার করে,
পুল ছেরাত হাসর পাড়ে, হবে তুমি গেরেপতার॥

(৬)

যদি রে ভাই নাহি পার, পরদা পুসে রাখিতে,
মোছলেম বলে পরিচয়, দেও কোন মুখেতে,
পরে থাক্‌রে পশুর দলে,
শৃগাল কুকুর খাবে ম'লে,
সুর নবীর উম্মত বলে, বল কেন বারে বার॥

(৭)

ইছা ইয়ুছ মুছা দাউদ, ইব্রাহিম ছোলেমান,
শত নাফছি ২ বলে, থাকিবে সে পেরেসান।
উম্মতি উম্মতি করে,
কান্দিবে যে হাসর পারে,
ছেড়ে দে প্রাণ তারি তরে, বলে নুরেল গুণাগার॥

৩৮ সুর—মুকুন্দ।

(১)

অরে বেনামাজি রে তুই, হলি রে সয়তান।
আখের নবির তরিক ছেড়ে, কিসের মোছলমান রে॥

(২)

ফরজ্ দিলে তরক করে.
কেনে বৈসে আছত্ ঘরে,
দেখাবি মুখ রোজ হাসরে,
কেমনে বেইমান রে॥

(৩)

হাসরে সাত লেইন হবে,
ছয় লাইনেতে গুন্নার রবে,
আখের লেনটি তুমি পাবে,
হইয়ে নাফরমান রে॥

(৪)

যেই নুরে তোর, রোশনি ছুটে,
যার নুরে তোর, আঁখি ফুটে,
(সেই) নুর নবির তরিক টুটে,
যাবি জাহান্নাম রে॥

(৫)

উম্মত হয়ে নবিজির,
বন্দা হয়ে এলাহির,
জবাব দিবে কি প্রকার,
তারি বিদ্যমান রে॥
পুল ছেরাত থানার দ্বারে,
নেকি বদি হিসাব করে,
কিরূপে পার করিবে, রে
দেখিবে নিদান রে॥

(৭)

দুদিন ধূলা খেলা করে,
আখেরে যাইবি ছেড়ে,
ফেলে নিয়ে দিবে তোরে,
রবে গোর স্থান রে॥

(৮)

হীন মূর্খ নুরেল বলে,
খোদা রছুল সব ত্যজিলে,
কি হবে তোর পরকালে,
ভাবিয়ে হয়রাণ রে॥

৩৯ সুর—ছুটকি।

(১)

অরে ভাই ভুবন জই, মহামান্য মোছলমান।
ধর্ম্ম ইছলাম জগতময়, করে ছিলে প্রতিষ্ঠান॥

(২)

একে ছুঁয়ে, চব্বিশ হাজার, লাক নবি প্রেরিত,
আখের নবির ইছলাম ধর্ম্মে, হতেছিলে দীক্ষিত্।
তরিত ইঞ্জিল জব্বুর পড়ে,
প্রমাণ পেয়ে ছিলে তারে,
উম্মত হইবার তরে, ছিলে সবে পেরেসান॥

(৩)

যেই ইছলাম সত্য ধর্ম্ম, শেষ জগতে, এল ভাই,
সেই ধর্ম্ম লভিবারে, তোদের ভাগ্যে ঘটে নাই,
সত্য সনাতন ধর্ম্ম,
চিনলে না আর, সার মর্ম্ম,
অন্ধ হয়ে বলে অধর্ম্ম, হত বুদ্ধি অজ্ঞান॥

(৪)

রেইথে ছিল যেই নুর, প্রভু রাব্বেল আলামিন,
আদম সৃষ্টি করে তিনি, এইনে দিল সেই দিন।
ক্রমে ক্রমে নুর এল,
আখের আবদুল্লায় পেল,
আমেনার গর্ভে হল, নুর নবি দোজাহান।

(৫)

হিন্দু পৌত্তলিক বৌদ্ধ, জৈন খৃষ্টান ভবেতে,
ইছলামের সমতুল্য, আছে কিরে জগতে ॥
একা নবি সত্যের জোরে,
ধর্ম্ম ইছলাম প্রচার করে,
দিবা নিশি পঞ্চবারে, গায়রে সেই গুণগান ॥

(৬)

যদি রে ভাই অন্ত্রে থাকে, ইছলাম ধর্ম্ম শিখিবার,
বালক বৃদ্ধ যুবা পুরুষ, কর শিক্ষা অনিবার।
ধর্ম্ম বই হাতে দে রে,
ছেলে মেয়ে পড়িবারে,
পুল ছেরাত হাসর পাড়ে, যদি চাওরে পরিত্রাণ ॥

(৭)

যখনি রে ছেলে মেয়ে, বিছমিল্লা সে পড়িবে।
তখনি জান্নাতের দ্বার, খুলিয়া সে যাইবে।
দিনের এলেম পাঠ করিবে।
অ রাস্তাও, রাস্তা হবে।
হীন নুরেল বলছে তবে, ধরে সবার দুচরণ ॥

---

৪০ সুর—মুকুন্দ।

(১)

দেশ গেল ভাই হিংসা দোষে, অদৃষ্টে কি আছে আর।
গেল হিংসায় রাজসিংহাসন, আঁখি মেলে দেখ একবার ॥

(২)

কামার কুমার, বারুই মুচি, হাজ্জামত বানাতে,
জাতি গেল মোছলেমের, বলে সমাজেতে,
সইশ বাবরচি কুত্তা পদ্দার,
বয় খানসামা হাতীর দাইদার,
মুজুর মুট্টা কুলির সরদার,
পড়ে সমাজ গলায় হার,

(৩)

উকিল মোক্তার ডিপটি মুনসেফ, পোষ্টমাষ্টার প্রফেসার,
সেজে গেল বিদ্যা গুণে, কেহ হল বারিষ্টার।
মুসলমানের হিংসা গুণে,
আরদেওয়ালী, চাপরাশি বনে,
উকিল বাবুর দালান খানে, কত রাজ মিস্ত্রি তার।

(৪)

চাষ করিয়ে চাষী লোকে, রহে পরম সুখে,
মাটি কাদা হতে সোণা, সবাই পেয়ে থাকে,
সেই সোণা বিতরণ করে,
আদালত ফৌজদারী ঘরে,
আখেরে জেল খানায় পড়ে, মরলার বাঁশতি হাতে তার॥

(৫]

ছৈয়দ চৌধরী কাজী মীর, খন্দকারের ঘরে যায়,
টাকা যাবে খেতি নাই, মেয়ে যদি পাওয়া যায়।

টাকার তোরা কর্জ্জ করে,
উঠে গেল জাত্তে চড়ে,
জমিন গেল সাহার ঘরে, গাবে নীলাম ইস্তাহার।

(৬)

হিংসা গিবত্, চোগল খুরি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ভাই
ধুয়ে ফেল দেলের ময়লা, একি ভাবে রহ তাই॥
বালক বৃদ্ধ যুবা সবে,
এলেম বিদ্যা শিখ ভবে,
অন্ধকার ছুটে যাবে, ভবনদী হবে পাড়।

(৭)

ক্ষতি হয় সকল ধন, খরচ করিলে ভাই।
বিদ্যা মহামূল্য ধন, কেন হেলায় হারাও তাই॥
বিদ্যা উপার্জ্জন হলে,
আঁখি তোমার যাবে খুলে,
হীন মূর্খ মুয়েল বলে, দেখিবে জান্নাত দ্বার॥

৩২ সুর—মুকুন্দ।

আমি হলেম মুসলমান,
যার তরিকে জন্ম পেইলেম, নাইক তার নিশান।
শিক্ষা পেয়ে পেলেম ধর্ম্ম,

বুঝে শুনে করব কর্ম্ম,
দেখেছিরে সবই মর্ম্ম,
(আমি) সত্য মুসলমান ॥

পিতা মাতার সমাধিতে হলেম আগুয়ান,
পারলেম নারে পরতে কিছু, যেয়ে গোরস্থান।
ধর্ম্ম নীতি সব শিখেছি,
আখের নবি তাও পেয়েছি,
ইছলামেতে বান্ধা আছি,
ভক্ত আমার প্রাণ ॥

মুর্খ লোকে পরুক নামাজ, হয়েছে সয়তান,
(আমার) অন্ত্রে জাগে সদাই নামাজ, পড়লে কি হয় কাম
ধর্ম্ম ইছলাম প্রচার করে,
আখের নবী পয়গাম্বরে,
যখনি রে রোজ হাসরে,
যাব সেই স্থান ॥

কি বলে দেখাব মুখ, তারি বিদ্যমান,
সাকায়ত পাইব কিসে, হয়েছি বেইমান।
এম এ, বিএল পাশ করেছি,
এলেম বিদ্যা সব শিখেছি।
মুসলমান হয়ে আছি,
জানিনে কোরাণ ॥

সাপ্তা পরে গোফদারী, থাকে না নিশান।
সাজিয়ে গেলেম রে আমি, অমনি খৃষ্টান।
হেট, কোট, বুট পরেছি
ছুরি কাটা সব পেয়েছি,
কাবাব রুটি তায় খেয়েছি,
বসে এক স্থান ॥
সবে ডাকে মিষ্টার বলে, মুরেল ইছলাম,
আমি কি আর আমি আছি, আমাতে কি আমার প্রাণ

৪৩ সুর—

(১)

আমি, কুলীনের মেয়ে,
কুলের কুলীন বংশ দেখে, আমায় দিলে বিয়ে।

(২)

কুলের কুলীন হয়ে গেলেম, দেখবে কি গো মাসি,
কুল ধুয়ে সে. বসে রলেম, অকুল কুলে বসি।
এখন কুল হলো না,
কুল পেলেম না,
এলেম কুল লয়ে

(৩)

কুল পেয়েছে পিতা মাতায়, মজায় রল ভুলে,
দেখলে নারে জামাইর কামাই, চাইলে, নারে মুলে।
এখন, কুলের তেনা
পাও ঢাকে না,
অঙ্গ জায়রে চেয়ে ॥

(৪)

রঙ্গ রসে, কুলের দেশে, বিয়ে দিলে মোরে,
কুলের কুলিন হয়ে রলেম, উদর যায়রে পুরে।
এখন অন্নদানা
তাও জুটে না,
কত রব সয়ে॥

(৫)

কুলের ঘরে শুয়ে আছি, বাদল জলে ভাসি,
কখন আকাশ তারাগুলি, গন্‌তে আমি বসি।
মশল ধারে, বৃষ্টি পড়ে,
কাপছে আমার হিয়ে।

(৬)

অকুল কুলে পরে ভাসি, কোন কুলে মোর দেশ,
কুলে কুলে চলছে্‌ জগত, কুলের নাইরে শেষ।
আমার একুল, সেকুল।
দুকুল, গেল।
কুরেল রল্‌ চেয়ে।

৪৪ সুর—
নিজ মৃত পুত্র।

আলয়রে তুই, খেলতে বসেছিস।
খেইলের খেলা, খেলতে এসে, কি খেলা তুই, খেলেছিস।

আসলে ভবে খেলার তরে,
খেইলের সাথি পেলে ওরে,
খেলতে গিয়ে কোথায় রলে,
কোন্ খেলাতে ভুলেছিস্।
কিবা খেলা খেল্‌লে তুমি,
খেইলে মইজে রলেম আমি,
খেইল খেলিল, জগত স্বামী,
কোন খেলাতে রয়েছিস্।
সকাল বেলায় খেলতে গেলে,
দিবা গেল সন্ধ্যা হলে,
খেইল্ ভাঙ্গিয়ে আয়না চলে,
কোন খেলাতে ডুবেছিস।
এমনি কিরে খেইলের ধারা,
খেইল তোমারি হয়নি সারা,
খেল পেয়েছো জগত জোড়া,
কোন খেলাতে পড়েছিস্।
খেলছে্ তোমার জগত্ মাতা,
খেল দেখায়ে রাখলে পিতা,
খেলছ্ তুমি যথায় তথা,
কোন খেলাতে মজেছিস।
হীন মূর্খ নুরেল বলে,
খেলে নিশি প্রভাত হলে,
আর কিরে তোর খেলা রলে,
কোন খেলা তুই পেয়েছিস॥

উৎসর্গ পত্র।

আমার পরম পূজনীয়

জনাব শ্রীযুক্ত হাজি মৌলবী আবদুল আজিজ

ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের

পবিত্র নামে

এই পূণ্য সমাজহিতকর স্তোত্র ভক্তির সহিত

উৎসৃষ্ট হইল।

আপনি আমার হৃদয়ের ভ্রমান্ধকার প্রজ্জ্বলিত করিবার বাতি। একমাত্র পুত্রশোকে শোকান্বিত হইয়া সংসারের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিয়া কাল কাটাইতেছিলাম। আপনিই আমাকে পরম করুণাময় আল্লাহু তালার ধ্যানে মগ্ন করাইয়াছেন। সমাজের জন্য আত্মদান করিয়া আপনি অবিমিশ্র বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন। প্রার্থনা করি যেন আপনি মানব জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সেই আনন্দময় দেশে—চিরশান্তি-নিকেতন অমৃতধামে অমর জীবনের স্বাদ গ্রহণে অধিকারি হউন। আমি অজ্ঞ, আপনার মত, অবনত মোস্লেম সমাজের সেবা করিবার শক্তিহীন। যদি দয়া করিয়া আপনি ও আমার মোস্লেম ভ্রাতৃগণ এই সমাজহিতকর স্তোত্র গ্রহণ করেন তাহা হইলে আপনাদের চিরস্নেহাধীন দাস কৃতার্থ হইবে।

আপনার প্রণত ভ্রাতা

নুরেল ইছলাম।